প্রথম আলো

তারিখ ..... 6 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়াই চলছে ৪৬ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা না করায় বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে

শরিফুজ্জামান ●

দেশে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত পূরণ না করায় ইতিমধ্যে ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বৈধতা হারিয়েছে। বাকি যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈধতার তালিকায় আছে, সেগুলোর পাঁচ বছরের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি।

আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার পর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বছরের জন্য সাময়িক সনদ পায়। এরপর স্থায়ী সনদ নিতে হবে। আইনে সাময়িক সনদের মেয়াদ নবায়নের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনাআপনি বৈধতা হারিয়েছে।

জানা যায়, প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের একই অবস্থা হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কিছু বলছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবেদনের ভিত্তিতে সাময়িক সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে যাচ্ছে ইউজিসি। এক যুগ ধরে এ ধরনের আবেদন করে যাচ্ছে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ বছর ধরে বৈধতার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করে যাচ্ছে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি ২৯ বিশ্ববিদ্যালয়েরও সাময়িক সনদের মেয়াদ পার হয়ে গেছে।

জানা যায়, একমাত্র আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় নিজস্ব ক্যাম্পাস চালু করেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় খুব শিগগির নিজস্ব ক্যাম্পাস উদ্বোধন করবে। বসুন্ধরায় নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে যাচ্ছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি। এ ছাড়া ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনেছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণকাজ শুরু করেছে।

জানা যায়, স্থায়ী সনদ অর্জনের মূল শর্ত হচ্ছে পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই সেই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এ ছাড়া স্থায়ী সনদ অর্জনের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অবকাঠামো, গ্রন্থাগারসহ শিক্ষার যেসব সুষ্ঠু পরিবেশ থাকা দরকার, তা অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেওয়া সনদের বৈধতা সম্পর্কে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনগতভাবে সনদের বৈধতা থাকার কথা নয়। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর সাময়িক সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে নিচ্ছে। এক দশক এমনকি এক যুগ ধরে এ ধরনের আবেদন আসছে এবং ইউজিসি সময় বাড়াচ্ছে।

নজরুল ইসলাম বলেন, 'অনেকে নিজস্ব ক্যাম্পাস করার চেষ্টা করছে। কেউ জমি কিনেছে, কেউ কেউ কাজ শুরু করেছে। তবে এটা সত্য, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে আছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশটি হবে-হচ্ছে করে সবকিছু পিছিয়ে গেছে। বৈধতা নিয়ে যে প্রশ্ন এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

ক্যাম্পাস ছাড়াই চলছে ৪৬ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসেছে, তারও একটি বড় কারণ ওই অধ্যাদেশ। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে চলছে না। আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে এগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানো দরকার বলে মনে করেন তিনি।

কোন আমলে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়

শর্ত পূরণ করতে না পারা পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পর এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদের মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউই ওই সনদ নিতে পারেনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়েছে এক যুগেরও বেশি সময় আগে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে বিএনপি সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অনুমতি পেয়েছিল চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে জোট সরকারের শেষ কর্মদিবসে ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর অনুমতি পাওয়া আশা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুমতি পাওয়া বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (গোপীবাগ) এবং ২০০৪ সালের আগস্টে অনুমতি পাওয়া অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ না হওয়ায় এগুলোর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি।

আবারও আসছে উচ্চপর্যায়ের কমিটি

ইউজিসি খুব শিগগির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি করবে। ওই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো, লেখাপড়ার পরিবেশ, শিক্ষকসংখ্যা, লেখাপড়ার মান, গ্রন্থাগার, গবেষণা, আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখবে।

ইউজিসির নয় সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০০৫ সালে সরকার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করে। লেখাপড়ার ন্যূনতম মান বজায় ...হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (আবান), বৃহত্তর ইউনিভার্সিটি ও সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী ভর্তি করছে। আবান ঢাকায় মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও খুলনা, বগুড়া ও রাজশাহীতে অবৈধ শাখা চালাচ্ছে। তবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি সরকারের আদেশ মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেছেন, প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। সম্প্রতি ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত করা প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, ওটা ছিল নিয়মিত কাজের অংশ। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হবে। তবে উচ্চপর্যায়ের কমিটি যে তদন্ত করবে, তাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত চেহারা বেরিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম বলেন, পর্যালোচনা ও নজরদারি অবশ্যই ভালো এবং এটা নিয়মিত থাকা উচিত। কিন্তু কেউ যাতে নিগ্রহ না হয়, কেউ ভুল করলে যাতে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়, সেগুলোও মাথায় রাখা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখাগুলো চলছেই

২০০৭ সালের ৭ আগস্ট সরকার ঘোষণা দেয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের বাইরে কোনো শাখা বা তথ্যকেন্দ্র খোলা যাবে না। কেউ খুললেও ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখতে হবে; শুধু পুরোনো ছাত্রদের বের হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। অবৈধ এই শাখাগুলোর মাত্র তিনটি আছে ঢাকায়। বাকিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা আছে রাজশাহীতে। এ ছাড়া রংপুর, বগুড়া, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বেশির ভাগ শাখা খোলা হয়েছে।

জানা যায়, এ মুহূর্তে ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৩২টি অবৈধ শাখা দেশের বিভিন্ন শহরে চালু আছে। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছর রেকর্ডসংখ্যক চার লাখ ৬৮ হাজার ৫৭০ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। এর ফলে বেসরকারি ... জমজমাট ব্যবসা করছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেছেন, অবৈধ শাখায় ভর্তি হয়ে প্রতারিত না হওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বারবার আবেদন জানিয়েছে। এরপর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যারা জেনেশুনে ভর্তি হচ্ছে, তারা নিজ দায়িত্বেই হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় ক্ষেত্র। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অনেকেই সফল হননি। উচ্চশিক্ষার বিকাশে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধরনের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও উদ্যোগ থাকার কথা ছিল, বাস্তবে তার ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য আইন ও নিয়ম-কানুনেরও অভাব রয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, যেভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে, তা মোটেও সুখকর নয়। তাই এগুলোকে নিয়মের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় চলছে।

দেশে এখন চালু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১। ইউজিসির ২০০৬ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০০৫ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৮৮ হাজার ৬৬৯। এখন তা দুই লাখের কাছাকাছি।

সমিতির চেয়ারম্যানের বক্তব্য

অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম বলেন, সরকারের নজরদারি সুষ্ঠু ও যথাযথ থাকলে এত দিন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকত। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী সনদ নিতে না পারার মূল কারণ নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা। ঢাকার আশপাশে জমির দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে সাধ থাকলেও অনেকের সাধ্য নেই। তা ছাড়া কেউ যখন একটি জায়গায় ক্যাম্পাস শুরু করে তার পক্ষে অন্যত্র যেতে নানা ধরনের প্রস্তুতি দরকার হয় এবং তখন যাতায়াত ও যোগাযোগের বিষয়টি সামনে চলে আসে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে চলছে, তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে চলা উচিত। কিন্তু আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কথাও ভাবতে হবে।